নকলকে না বলি, দিন বদলের দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশটাকে গড়ে তুলি

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

লাকসাম রোড, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা
ফোন : ০৮১-৭৬৩২৮, ওয়েবসাইট : www.comillaboard.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৭১/২০১৯

তারিখ ঃ ১১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ

২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের বিজ্ঞপ্তি

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা এর আওতাধীন জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৯ সনে অনুষ্ঠিতব্য জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীদের অনলাইনে ফরম পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমা প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কীয় সময়সূচি ও নিয়মাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

০১। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (Probable list) প্রদর্শন ও ফরম পূরণ ঃ

শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্বলিত সম্ভাব্য তালিকা কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.comillaboard.gov.bd) জেএসসি কর্ণারে ২৮/০৭/২০১৯ তারিখে দেয়া হবে। উক্ত সম্ভাব্য তালিকা হতে ৩০/০৭/২০১৯ থেকে ০৫/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে (বিলম্ব ফি) ছাড়া এবং ০৬/০৮/২০১৯ থেকে ০৭/০৮/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত (বিলম্ব ফি সহ) Online-এ নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ায় ফরম পূরণ (eFF) সম্পন্ন করতে হবে।

(ক) প্রতিষ্ঠানসমূহ কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.comillaboard.gov.bd) প্রবেশ করে eFF এ ক্লিক করে EIIN ও Password দিয়ে Login করে Probable list এ যেতে হবে এবং Print করে হার্ডকপিতে লালকালি ব্যবহার করে টিক চিহ্ন দিয়ে পরীক্ষার্থী Select করতে হবে।

(খ) উক্ত হার্ডকপিতে Probable list এ টিক চিহ্নিত পরীক্ষার্থীর তথ্য মিলিয়ে কম্পিউটারে প্রদর্শনকৃত Probable list থেকে Select করতে হবে এবং Save বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(গ) Temporary List Print করে ভালভাবে যাচাই /বাছাই করে প্রয়োজন হলে Select/ Unselect করা যাবে।

(ঘ) Pay info-তে ক্লিক করার পর Pay Slip Print করতে হবে। নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় (যে শাখায় সোনালী সেবা চালু আছে) Pay Slip এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা জমা প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য Pay Slip Print করে ব্যাংকে টাকা জমা দানের পর আর কোন অবস্থাতেই Select/ Unselect করা যাবে না। তবে ব্যাংকে টাকা জমা দানের পূর্বে Select/ Unselect করলে পুনরায় Pay Slip প্রিন্ট করে নিতে হবে।

(ঙ) ফি এর টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে Final Submit Button Active হবে। অতঃপর Final Submit এ ক্লিক করে Final Candidate List প্রিন্ট করতে হবে। উল্লেখ্য Final Submit না করলে পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণ নিশ্চায়ন সম্পন্ন হবে না।

(চ) Final Candidate List Print করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বাক্ষর করবেন।

০২। পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সম্বলিত প্রিন্ট কপি এবং পরীক্ষার্থীর ফি বাবদ সোনালী সেবার মাধ্যমে জমাকৃত পে-স্লিপ এর মূলকপি প্রতিষ্ঠান প্রধান সংরক্ষণ করবেন। যে কোন প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ চাইলে ঐ প্রিন্ট কপি এবং পে-স্লিপের কপি সরবরাহ করতে হবে।
বিঃদ্রঃ ফরম পূরণ বিষয়ক কোন হার্ডকপি বা পে-স্লিপ বোর্ডে জমা দিতে হবে না।

০৩। অনলাইনে ফরম পূরণে Password এর ব্যবহার ঃ ২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে Password ব্যবহার করা হয়েছে তা ব্যবহার করে ২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষার অনলাইনে ফরম পূরণ (eFF) কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

০৪। ফরম পূরণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ঃ

কোন কোন প্রতিষ্ঠানে একই নামের দুই বা ততোধিক শিক্ষার্থী থাকতে পারে। এক্ষেত্রে অনলাইনে ফরম পূরণের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক কোন ছাত্র/ছাত্রী ফরম পূরণ কার্যক্রম থেকে বাদ পড়ে না যায় এবং ফরম পূরণ করা ছাত্র/ছাত্রীর স্থলে একই নামের ফরম পূরণ না করা অন্য ছাত্র/ছাত্রীর নাম অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। ছাত্র/ছাত্রীর নাম, পিতা/মাতার নাম, জন্ম তারিখ ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে দক্ষ লোক দ্বারা অনলাইনে ফরম পূরণের চূড়ান্ত (Final) কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

০৫। ফরম পূরণ কার্যক্রমের সময়সূচি ঃ

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	তারিখ
(ক)	কেবল নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রেজিস্ট্রেশন হওয়া সাপেক্ষে শিক্ষার্থীরা ২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। জেএসসি পরীক্ষা শুরুর সম্ভাব্য তারিখ	০২/১১/২০১৯
(খ)	২০১৯ সনে জেএসসি পরীক্ষায় যে সকল পরীক্ষার্থী জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর সাদা কাগজে আবেদনের শেষ তারিখ	২৬/০৭/২০১৯
(গ)	বিলম্ব ফি ছাড়া অনলাইনে ফরম পূরণ ও সোনালী ব্যাংকের সোনালী সেবার মাধ্যমে ফি জমা দেয়ার তারিখ	৩০/০৭/২০১৯ থেকে ০৫/০৮/২০১৯
(ঘ)	পরীক্ষার্থী প্রতি ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা হারে বিলম্ব ফি সহ সোনালী ব্যাংকের সোনালী সেবার মাধ্যমে অনলাইনে ফরম পূরণের তারিখ	০৬/০৮/২০১৯ থেকে ০৭/০৮/২০১৯

০৬। বিভিন্ন প্রকার ফি এর হার ঃ

ক) জিপিএ উন্নয়নসহ পরীক্ষার ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) - ১০০.০০ (একশত) টাকা

খ) বিলম্ব ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) - ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা

গ) কেন্দ্র ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) - ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা (কেন্দ্র নির্ধারণ হওয়ার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিবকে প্রদান করতে হবে)

ঘ) ফরম পূরণের বিশেষ অনুমতি ফি - প্রতি পরীক্ষার্থী (যার বেলায় প্রযোজ্য) ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা

০৭। অনিয়মিত/অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী ঃ

i) ২০১৮ সনের রেজিষ্ট্রেশনধারী ছাত্র/ছাত্রী যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি তারা ২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০১৯ সালের সিলেবাস ও মানবন্টন অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ii) ২০১৮ সনের রেজিষ্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীর মধ্যে যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সনে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ০১ থেকে ০৩ বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তারা ইচ্ছে করলে ইতোপূর্বে অকৃতকার্য বিষয়গুলো অথবা সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। আংশিক বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের প্রাপ্ত জিপিএ সংরক্ষিত থাকবে। ২০১৯ সনের পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণকৃত বিষয়/বিষয়সমূহের জিপি, পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের সংরক্ষিত জিপির সাথে যোগ করে তাদের জিপিএ নির্ধারণ করা হবে।

০৮। জিপিএ উন্নয়ন ঃ

কেবলমাত্র ২০১৮ সনে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়ে জিপিএ ৫.০০ এর কম পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীরা ২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষায় তাদের জিপিএ উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের জিপিএ বহাল থাকবে। জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীকে পূর্বের পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট-এর সত্যায়িত ফটোকপি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান তা প্রিন্ট আউটের সাথে সংরক্ষণ করবেন।

০৯। মেয়াদ উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ঃ

i) ২০১৭ সনের রেজিষ্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থীগণ যাদের রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ অথচ ৪র্থ বিষয় বাদে এখনো এক বিষয়ে অকৃতকার্য আছে সে সমস্ত শিক্ষার্থীরা বিশেষ বিবেচনায় রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ কেবলমাত্র ১(এক) বৎসরের জন্য নবায়ন করে ২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অকৃতকার্য বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ii) রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর দুই কপি ফরোয়ার্ডিংসহ প্রতি পরীক্ষার্থীর জন্য রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন ফি বাবদ ২০০.০০ (দুইশত) টাকা হারে সোনালী ব্যাংকের সোনালী সেবার মাধ্যমে জমা দিয়ে সোনালী সেবার স্লিপের মূলকপি ও ফটোকপি (১ কপি) সহ পরীক্ষার্থীর মূল প্রবেশপত্র, মূল রেজিষ্ট্রেশন কার্ড ও টেবুলেশন শীটের সত্যায়িত ফটোকপি আগামী ২৮/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে মাধ্যমিক শাখায় জমা দিয়ে বোর্ড কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন করে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন অবশ্যই নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

iii) ২০১৭ সনের রেজিষ্ট্রেশনধারী (নবায়নকৃত) পরীক্ষার্থীদের বাংলা ১ম (১০১) ও ২য় পত্র (১০২) বিষয়ের পরিবর্তে শুধু বাংলা (১০১) এবং ইংরেজি ১ম (১০৭) ও ইংরেজি ২য় পত্র (১০৮) বিষয়ের পরিবর্তে শুধু ইংরেজি (১০৭) হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখা হতে রেজিষ্ট্রেশন কার্ডে সংশোধন করে নিতে হবে।

১০। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী ঃ

বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে এবং রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ না থাকলে রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন করা যাবে না।

১১। পাঠ্যসূচি ঃ

i) এনসিটিবি থেকে গেজেটে প্রকাশিত ২০১৯ সনের অনুমোদিত বইসমূহ ৮ম শ্রেণির পাঠ্যবই হিসেবে বিবেচিত হবে।

ii) ২০১৭ ও ২০১৮ সনের রেজিষ্ট্রেশনধারী অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা এনসিটিবি অনুমোদিত ২০১৯ সনের পাঠ্যবই ও মানবন্টন অনুযায়ী প্রণীত প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হবে।

১২। ধারাবাহিক মূল্যায়ণের প্রাপ্ত নম্বর প্রেরণ ঃ ২০১৯ সালের শিক্ষার্থীদের কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহ এনসিটিবি এর নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়ণের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিবকে সরবরাহ করবে। পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র বোর্ড নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনে ধারাবাহিক মূল্যায়ণের প্রাপ্ত নম্বর এন্ট্রি করে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

১৩। ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ঃ

যে সকল প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি আছে সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিম্নের ছক অনুযায়ী দুই কপি তালিকা করে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক) এর নিকট হাতে হাতে আগামী ৩০/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এতে কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন। ইংরেজি ভার্সনে পাঠদানের বোর্ডের অনুমতি পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।

কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্র কোড	বিষয় ও বিষয় কোড	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

১৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন ঃ

কোন অবস্থাতেই এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে পিতা/মাতা/ অভিভাবকের বদলির/ যুক্তিসঙ্গত অন্য কোন কারণে নিয়মানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে থাকলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের সকল প্রামাণ্য কাগজপত্র (সত্যায়িত ফটোকপি) পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরযুক্ত প্রিন্ট আউটের সাথে প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫। প্রতিবন্ধি পরীক্ষার্থী ঃ

দৃষ্টি প্রতিবন্ধি, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধি, বুদ্ধি প্রতিবন্ধি এবং যাদের হাত নেই তারা শ্রুতিলেখক সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে চাইলে প্রবেশপত্র এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপিসহ পরীক্ষার্থী এবং শ্রুতি লেখক উভয়ের চার কপি করে পাসপোর্ট আকারের ছবি, শ্রুতি লেখকের অভিভাবকের সম্মতিপত্র, শ্রুতি লেখক যে প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে সে প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন পত্র এবং প্রতিবন্ধির সনদসহ পরীক্ষা আরম্ভের পূর্বেই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে আবেদন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীকে শ্রুতিলেখক নিয়োগ করতে হবে।

১৬। অতিরিক্ত অর্থ ও বকেয়া আদায় সংক্রান্ত ঃ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জেএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে বোর্ডের নির্ধারিত ফি ছাড়া অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করা যাবে না। কোচিং, মডেল টেষ্ট ইত্যাদির নামে ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করা যাবে না।

১৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের তথ্যাবলি বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেয়া নির্ধারিত ছকে অনলাইনে প্রেরণ ঃ

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের আওতাভূক্ত সকল সরকারি, এমপিওভুক্ত ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল/ স্কুল এন্ড কলেজ) কর্মরত সকল শিক্ষকগণের তথ্যাবলি আগামী ৩১ আগষ্ট ২০১৯ তারিখের মধ্যে বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেয়া (eTIF) এ নির্ধারিত ছকে অন লাইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যারা এখনও (eTIF) এ অন্তর্ভুক্ত হননি তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রধান পরীক্ষক বা পরীক্ষক হিসেবে (eTIF) পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক হতে হবে। তবে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ননএমপিও শিক্ষক, অতিথি শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, অফিস সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর (eTIF) এর তথ্য প্রেরণ করা যাবে না। (eTIF) তথ্য প্রেরণ না করলে জেএসসি পরীক্ষা-২০১৯ এর প্রধান পরীক্ষক বা পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন না। বর্তমানে এ বোর্ডের সকল প্রকার পারিশ্রমিক বিল সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের অনলাইন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। তাই সকলকে সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় হিসাব খোলে ১৩ (তের) সংখ্যার ব্যাংক হিসাবটি সচল রাখা এবং হিসাব নম্বরের বিপরীতে বোর্ডে সরবরাহকৃত মোবাইল নম্বরটি সংযোজন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল। উল্লেখ্য সকলকে (eTIF) পূরণ করার সময় সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখার ১৩ (তের) সংখ্যার সচল ব্যাংক হিসাব (প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করতে হবে), মোবাইল নম্বর, প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক হওয়ার বিষয়, বিষয়কোড সুস্পষ্টভাবে অনলাইনে প্রেরণ না করলে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক নিয়োগ/পারিশ্রমিক বিল প্রদানে কোন প্রকার জটিলতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের মৃত, অবসরপ্রাপ্ত ও বিদ্যালয় পরিবর্তন হওয়া শিক্ষকগণের নামের তালিকা (eTIF) তথ্যে হালনাগাদ করতে হবে।

বি:দ্রঃ অনলাইনে তথ্য প্রেরণের হার্ড কপিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের স্বাক্ষর নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান সংরক্ষণ করবেন।

১৮। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ২০১৯ সনের জেএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

১১/০৭/১৯

(ড. মোঃ আসাদুজ্জামান)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
ফোন ঃ ০৮১-৭৬১৭২

স্মারক নং : পরী/মাধ্য/জেএসসি/২০১৯/৪৩২(১৬)

তারিখ : ১১ /০৭/২০১৯ খ্রিঃ

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুলিপি প্রেরিত হল ঃ

১। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
৩। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা/ রাজশাহী/ যশোর/চট্টগ্রাম/ সিলেট/বরিশাল/ দিনাজপুর/ময়মনসিংহ
৪। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা/ চাঁদপুর/ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া/ নোয়াখালী/ ফেনী/ লক্ষ্মীপুর
৫। পুলিশ সুপার, কুমিল্লা/ চাঁদপুর/ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া/ নোয়াখালী/ ফেনী/ লক্ষ্মীপুর
৬। উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা), মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
৭। জেলা শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা/ চাঁদপুর/ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া/ নোয়াখালী/ ফেনী/ লক্ষ্মীপুর
৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, এ বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা
৯। সকল কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
১০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
১১। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, এ বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা
১২। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, এ বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা
১৩। এ বোর্ডের আওতাধীন সকল বিদ্যালয়/স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান
১৪। সকল সেকশন অফিসার, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
১৫। ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, বি.আই.এস.ই. বিল্ডিং শাখা, লাকসাম রোড, কুমিল্লা
১৬। সংরক্ষণ নথি।

11.07.19

(মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম)
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
ফোন ঃ ০৮১-৭৬৪৬১
ইমেইলঃ dcscomillaboard@gmail.com